"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার"

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র ■ ২৮ এপ্রিল, ২০২১ ■ সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৪ চৈত্র ১৪২৮
২৮ এপ্রিল ২০২১

বাণী

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সম্পর্কে দেশব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার' অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর তৎকালীন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সকল কলকারখানা জাতীয়করণ করেন। জাতির পিতার সময়োচিত ও যথাযথ সিদ্ধান্তের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল কলকারখানাগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত সুরক্ষা ও আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা। বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শকে অনুসরণ করেই সরকার দেশের সকল খাতের শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নানাবিধ কল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তীর্ণ হওয়ার চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। এই অর্জনে এদেশের শ্রমজীবী মানুষের অবদান অপরিসীম। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস এমন একটি মুহূর্তে পালিত হচ্ছে, যখন করোনা ভাইরাস সংক্রমণে সৃষ্টি মহামারির ফলে সারাবিশ্বে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। শ্রমিক-কর্মচারীসহ সকল নাগরিকের সার্বিক সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য আজ বিশ্ববাণিজ্যে বিস্তার লাভ করেছে। দেশে শিল্প-কারখানা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তৈরি হয়েছে অসংখ্য নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র। রপ্তানি বাণিজ্যের বাজার ধরে রাখার পাশাপাশি আরও বিস্তৃত করার নিমিত্তে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য-সুরক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত করাসহ উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার যথাযথ প্রয়োগ ও সকল অংশীজনের সম্মিলিত উদ্যোগের বাস্তবায়ন আবশ্যক বলে আমি মনে করি। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা ও সুরক্ষা প্রতিটি শ্রমিকের আইনগত অধিকার। বিষয়টিকে কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আমি কর্মস্থলে নিরাপদ পরিবেশ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রমিক, মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১' উদযাপন সফল হোক - এ কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরঞ্জীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

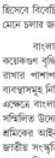

প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

বাণী

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় "মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার"- প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবারের ন্যায় এবারও ২৮ এপ্রিল,২০২১ তারিখ "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১" যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করছে।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছর এবং স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত "মুজিববর্ষে" উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ ঘোষণার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ একটি প্রত্যয়ী ও মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে এবং সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। একই সাথে তিনি রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় আমরা সকলে মিলে করোনা মহামারি দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করছি। শিল্প কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে পেশাগত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরূপণ নিরসন, শ্রমিকের জীবনমান বৃদ্ধি, শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শ্রম আইন-২০০৬ এবং শ্রম বিধিমালা-২০১৫ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিষ্ঠারসাথে কাজ করে যাচ্ছে। এ বছর কাঁচ, রেশম, সিরামিক, জাহাজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য সেক্টরগুলো শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয় এর অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর থেকে প্রণীত কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে "পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা" কারখানা পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কারখানাগুলির বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করাতে এ অধিদপ্তরের চিকিৎসকগণের মাধ্যমে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

বর্তমান শ্রমবান্ধব সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় স্বমহিমায় উদ্ভূত অবস্থানে বাংলাদেশ। শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ আমাদের অগ্রাধিকার। মুজিববর্ষে আয়োজিত "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১" উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশ কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
জয় হোক এ দেশের মেহনতি মানুষের।

বেগম মুজাদ্দা সুলিয়াদ, এমপি

International Labour Organization

Country Director
ILO Country Office for Bangladesh

Message

Our world of work is being profoundly affected by the COVID-19 pandemic which has caused economic and social disruptions and threatened public health.

The second wave of the pandemic is sweeping across Bangladesh as we mark World Day for Safety and Health at Work 2021.

The long-term livelihoods and wellbeing of millions are at stake. And yet, many hundreds of thousands of workers continue to work hard to keep the society and the economy functioning.

The Occupational Safety and Health of all workers in all industries must be a national priority. At the outbreak of the pandemic, the ILO together with the Department of Inspection for Factories and Establishments, employers, trade union and other stakeholders developed a national Occupational Safety and Health (OSH) guideline which was approved by the Ministry of Labour in Bangladesh in October 2020.

This COVID-19 specific OSH guideline includes recommendations and tools to help government, employers, workers and relevant stakeholders plan and organize the containment of the virus in workplaces. The ILO's virtual Learning Hub has trained master trainers from the garment industry on COVID-19 specific OSH measures who then engaged with factory management and safety committees to disseminate the messages in the national guideline.

The safety of workers and business sustainability can both be secured if the measures recommended in the guideline are implemented by all industries.

This year, the World Day for Safety and Health at Work focuses on strengthening of the national OSH systems to build resilience so that current and future crises can be managed better.

COVID-19 has demonstrated the significance of OSH in creating safe working environments and its impact on with public health. This is an opportunity for us to raise awareness and stimulate dialogue on the importance of creating and investing in resilient OSH systems. The OSH Management System in Bangladesh can be strengthened at the national level and industry level through the engagement of government, employers, trade unions and stakeholders.

Looking ahead, we see tentative signs of recovery from the pandemic this year. With the right policies and actions, a human-centred recovery can be achieved that would safeguard employment, incomes, workers' rights and welfare. On this World Day for Safety and Health at Work, let us make a pledge to build back better and put OSH resilience at the heart of our recovery plan and response.

Tuomo Poutiainen

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার"

কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) এর প্রাদুর্ভাব রুখতে সারাবিশ্ব এখন একযোগে লড়ছে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং পেশাগত দুর্ঘটনা ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হ্রাসকরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর উদ্যোগে প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল বিশ্বব্যাপী **World Day for Safety and Health at Work** পালন করা হয়। করোনা ভাইরাসসৃষ্ট মহামারি মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপী সরকার, শ্রমিক, মালিক এবং সমগ্র সমাজ যে অত্যন্তপূর্ণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে তা বিবেচনায় নিয়ে আইএলও কর্তৃক বিশ্বব্যাপী এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে: **"Anticipate, prepare and respond to crises. Invest now in resilient OSH systems."**

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা সকল কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিধানসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর উদ্যোগে বিগত কয়েক বছরের ন্যায় এবছরও ২৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস (OSH Day) পালিত হচ্ছে। এ বছর জাতীয়ভাবে দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে:- "মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার"। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্র যুক্তরাজ্য, কানাডা ও নেদারল্যান্ডস দিবসটি পালনে গত কয়েক বছরের ন্যায় এবারও সহায়তা প্রদান করছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি রোধে কার্যক্রম গ্রহণ এবং কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা কৌশল ও স্বাস্থ্যবিধি পালন করে শ্রমিক ভাই-বোনদের জীবন রক্ষার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা গতিশীল রাখাসহ বৈশ্বিক সমৃদ্ধির গতি অব্যাহত রাখার জন্য আইএলও এবছর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক, আর অন্যদিকে শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে"। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে আমাদের প্রত্যয়ী হতে হবে। কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং প্রশমণাত্মক দ্বিতীয়টির রাখার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারের পাশাপশি মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষকে আন্তরিকভাবে নিজোক্ত কার্যক্রম পালনে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক:

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে মালিকপক্ষের করণীয়:

- বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট বিধানগুলো কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক কারখানার মেঝে, দরজার হ্যান্ডেল, প্রক্ষালণকক্ষ, রান্নাঘর ও ক্যান্টেটেরিয়া জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- শ্রমিক ও কর্মচারীদেরকে হাড্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ, সাবান, পরিষ্কার পানি সরবরাহপূর্বক তা ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- শ্রমিকদের মাঝে যথাসম্ভব পূর্বর পজার রোধে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কোন শ্রমিক কফ, শ্বাসকষ্ট, জ্বর অনুভব করলে তাকে স্বাস্থ্যবিধি পালনপূর্বক আইসোলেশন থাকার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।
- পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের প্লাস্টিক ব্যাগ সংবলিত ওয়েস্ট টিন, ট্রাস্ট, এবং সঙ্ক্রিমিনাল মাস্ক সরবরাহ করতে হবে। সেইফটি কমিটি, পার্টিসিপেশন কমিটি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটিকে করোনা প্রতিরোধে কার্যকর করতে হবে।
- জরুরি পরিস্থিতিতে করোনা পরীক্ষা করার জন্য শ্রমিকদেরকে সহায়তা করতে হবে। কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্যকর্মী এবং শ্রমিকদের জন্য সঙ্ক্রিমিনাল মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- করোনা বিষয়ক কন্ট্রোল রুম ও হটলাইন চালুপূর্বক তা কার্যকর করতে হবে। কারখানার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে তৎপর রাখুন এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের পিপিই সরবরাহ নিশ্চিত করুন। প্রমশন এলাকায় করোনা প্রতিরোধ বিষয়ক ব্যাকরণী কমিটি গঠন করুন।
- প্রয়োজনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সঙ্গে আলোচনাপূর্বক জরুরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে শ্রমিকপক্ষের করণীয়:

- করোনা মহামারি রোধে স্বাস্থ্যবিধি ও মালিকপক্ষের আইনসিদ্ধ নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা পালনে মালিকপক্ষকে সহায়তা করুন।
- করোনা উপসর্গ গোপন না করে মালিকপক্ষকে জানাতে হবে এবং ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।
- প্রয়োজনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের টোল ফ্রি হেল্প লাইন ১৬৬৫৭ নম্বরে যোগাযোগ করুন। করোনা সংক্রমণ রোধে শ্রমখাতকে স্থিতিশীল রাখতে আন্তরিক হোন।

কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রমণ প্রতিরোধে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ:

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এর কোভিড প্রটোকল বাস্তবায়নে অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোকে নির্দেশনা প্রদান।
- আইএলও'র সহায়তায় 'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রণয়ন করে তা দেশের সকল প্রমশন এলাকায় অবস্থিত কারখানা কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রয়াসে প্রমশন এলাকার কারখানাসমূহে ২০০০০০ (দুই লক্ষ) সচেতনতামূলক লিফলেট, পোস্টার রেফলপূর্বক কারখানার ফটক, দর্শনীয় স্থান ও জনসমাগম স্থানে টানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- প্রধান কার্যালয়সহ ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধিক কমিটি গঠন এবং কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে। কমিটিসমূহ সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম আন্তরিকভাবে বাস্তবায়ন করছেন।
- অধিদপ্তরের এমবিবিএস ডাক্তারগণের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। চিকিৎসকবৃন্দ শ্রমিকদেরকে মুঠোফোনে স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করছেন।
- ডাইফের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ স্থানীয় প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে করোনা প্রতিরোধে কাজ করছেন।
- শ্রম সংস্থায় অভিযোগ ও করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত সমস্যা জানানোর জন্য সার্বক্ষণিক টোল ফ্রি হেল্প লাইন ১৬৬৫৭ চালু রয়েছে।
- অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার শিল্প পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ফোর্স-এর সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে হৈতোমধ্যে শ্রমিক সংগঠন ও মালিকপক্ষের সঙ্গে দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা সম্ভার আয়োজন করা হয়েছে।
- দেশের শ্রম পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার জন্য কারখানা মালিক ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে।
- শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কারখানা চালু রাখার ব্যাপারে কারখানার মালিকপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণকে অনুরোধ করা হয়েছে।
- শ্রম অসুস্থতা ও করোনা সংক্রমণ এড়াতে শ্রম আইন ও বিধি অনুসারে শ্রমিকদের বেতনদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে কারখানা মালিকপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে ও তদারকি করা হচ্ছে।
- শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধকরণ এবং শ্রম অসন্তোষ নিরসনে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য মালিকপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) এর কার্যক্রম:

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে নিরসসহায়ক কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডাইফ-এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ছিল নিম্নরূপ:

- কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৩৭৫২৭ টি পরিদর্শন সম্পন্ন।
- ২৯৪৫ টি শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং ২৯০২ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- ৮৪৭২ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান এবং ২৫,২১৮ টি লাইসেন্স নবায়ন।
- বিভিন্ন কারখানায় ৯০২টি সেইফটি কমিটি গঠন।
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৩৬৭ টি শিশুকক্ষ স্থাপন।
- দুর্ঘটনায় আহত এবং নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৮৭,২২,৫০০ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ১৬৬০ টি কারখানায় কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে।
- শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ১৬৬৭ টি মামলা দায়ের।
- গণশুনানীর মাধ্যমে ৭৮৩ জন শ্রমে প্রত্যাশীর ৭৭২ টি আবেদন বা অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- ১০,৯৬১ জন শ্রমিককে মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা বাবদ ৩৬,৭৯,৩৪,৭৪৩ টাকা প্রদান নিশ্চিতকরণ।
- ৮০ টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান এবং ৬২ টি লাইসেন্স নবায়ন।
- স্বাস্থ্য, সেইফটি ও শ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য ৭৬০ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা।
- লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন বাবদ ৫,০৩,৪৯,২৩১ টাকা রাজস্ব আয়।
- ২০১৯ সালে ২৪ টি কারখানাকে 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উন্নয় চর্চা পুরস্কার' প্রদান।
- শিশুশ্রম নিরসনে মালিকপক্ষকে সম্পূর্ণ রেখে নিয়মিত উদ্বুদ্ধকণ সভার আয়োজন।

নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি ডাইফ নিজোক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে:

ক) **"Strengthening Labour Inspection System of Bangladesh including OSH, communication, knowledge management and gender."**-শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)'র সহযোগিতায় OSH Profile অনুমোদন, DIFE SOP চূড়ান্তকরণ, খসড়া NPA on OSH প্রণয়ন, আরসিসি প্রকল্পে সহযোগিতা প্রদান, লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপলিকেশন (LIMA) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, জেন্ডার রোডম্যাপ প্রণয়নসহ বহুবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে ও চলমান রয়েছে।

খ) **"রিমিডিয়েশন কোয়ক্রডিনেশন সেল-এ ন্যায্য কারখানাগুলোর ক্যাপ বাস্তবায়ন"**-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের মোট ২৬৮২টি তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার (জাতীয় উদ্যোগের আওতায় মূল্যায়িত ১৫৪৯টি এবং আকর্ড ও অ্যালায়েন্স-এর মোট ১১০৩টি) সংস্কারকাজ ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। পরিদর্শনের পাশাপাশি আরসিসির আওতাধীন কারখানাসমূহের ডাইং ও ডিজাইন পর্যালোচনা এবং বুয়েটের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর সমন্বয়ে গঠিত টাস্কফোর্স এর মাধ্যমে উক্ত ডাইং-ডিজাইন অনুমোদন করা হচ্ছে।

গ) বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনএফপিএ এর অর্থায়নে **"Gender Equality and Women's Empowerment at Work"** প্রকল্পের আওতায় শ্রম পরিদর্শক, শিল্প পুলিশ ও আইয়ারকাই প্রশিক্ষণদানেরকে কর্মক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও যৌন-প্রহলন স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে গার্মেন্টস, চামড়াজাত ও চা বাগান কারখানায় শ্রমিকদের জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, যৌন ও প্রহলন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কে ব্যাপক সংখ্যক সচেতনতামূলক উদ্বুদ্ধকণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

ঘ) **"জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOHSRTI) স্থাপন"**-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাজশাহীতে আবওঠামো নির্মাণসহ প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঙ) **স্ট্রাটেজিক সেক্টর লো-অপারেশন প্রজেক্ট, ডেনমার্ক-বাংলাদেশ**-এর সহযোগিতায় ১২ জন শ্রম পরিদর্শককে ডেনমার্কে ছয় সপ্তাহের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট প্রিভেনশন, কেমিকাল সেইফটি, মেশিনারি সেইফটি ও আর্গোনমিক্স বিষয়ক চারটি নাসনাল গাইডলাইন OSH কাউন্সিলের মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়। DWEA-DIFE মাস্টার ট্রেনিং সম্পন্ন করার পর ডাইফ-টু-ডাইফ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চ) এছাড়াও, ডাইফ কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা যথা জিআইজেড, GAIN ইত্যাদির সঙ্গে কাজ করছে।

কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) মহামারি থেকে আমাদের সকলকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সংকটে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে এবং সবাইকে নিজেই বাঁচতে হবে। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, Every cloud has a silver lining. করোনা দুর্যোগ একদিন কেটে যাবে এবং নিশ্চিতভাবেই আবার সম্ভাবনার আলো উদ্ভাসিত হবে। সবার জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে আমাদেরকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার সংস্কৃতি নিয়মিত চর্চা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন মালিকের সদিচ্ছা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা। তবেই আমরা একদিন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ।

মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ চৈত্র ১৪২৮
২৮ এপ্রিল ২০২১

বাণী

প্রতিবারের ন্যায় এবারও 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশের সকল শ্রমজীবী মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার'- সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা শ্রমিকদের জন্য সুষ্ঠু, শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টিসহ তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন ও হালনাগাদ করেছি। আওয়ামী লীগ সরকার 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩' ও 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫' প্রণয়ন করেছে। আমাদের উদ্যোগে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ-এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমরা শ্রমিকদের চিকিৎসায়, তাঁদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিক পরিবারকে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে নিয়মিতভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছি।